

# এ কেমন হৃদয়হীনতা !!!

ফেরদৌস আরেফীন

[arefin78@yahoo.com](mailto:arefin78@yahoo.com)

২৪ জুলাই, ২০০৪, ঢাকা।



আমাদের অতি  
শ্রদ্ধেয় নেতৃত্বকে  
বলছি ...  
এই অপরাধ  
দৃশ্যাবলী কি  
চেনা চেনা লাগে



গতকাল ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় “চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র” অডিটরিয়ামে যখন লাখ লাখ টাকা খরচ করে এন. টিভির ১ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান চলছিলো, তখন দেশের ৪১ টি জেলার পৌনে ২ কোটি বানভাসি বাঙ্গালী অবিরত যুদ্ধ করছে বাঁচার জন্য, খাবারের জন্য, ঔষধের জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া যখন চমৎকার একটি শাড়ি পরে বি.এন.পি সরকারের বিগত বছরের সাফল্যগাঁথা বয়ান করছিলেন - তারই অতিপ্রিয় জনাব ফালু সাহেবের মালিকানাধীন চ্যানেলের অনুষ্ঠানের ঝলমলে মধ্যে, ঠিক সেই সময়টিতেই এই দেশেরই কোন এক মা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত পেটে নিজের ক্ষুধা ভুলে দু-মুঠো অন্ন খুঁজে ফিরছিলেন তার কোলের ছোট শিশুটির জন্যে। ধন্য এন. টিভি, ধন্য আমার প্রধানমন্ত্রী। বন্যার্ত মানুষগুলির কথা ভেবে এন. টিভি কি পারতো না তাদের এই ১ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটির খরচ একটু কমাতে? শুধু বন্যার খবর আর ছবি প্রচার করেই কি তাদের দায়িত্ব শেষ? আর আমাদের বেগম জিয়ার কথা আর কিই বা বলার আছে? ৪১ টি জেলা পুরোপুরি পানিতে নিমজ্জিত হবার পরও তিনি দেশকে “বন্যাদূর্গত এলাকা” ঘোষণা দিতে নারাজ। তার দলের থেকে নির্বাচিত বগুড়া জেলার ধুনটের জনৈক চেয়ারম্যান সাহেব গভীর রাতে বাঁধ কেটে ভাসিয়ে দিয়েছেন পুরো গ্রাম। নিকৃষ্ট পণ্ডর চেয়েও নিকৃষ্টতম এই চেয়ারম্যানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তার দলের নেতারা একদমই নিশ্চুপ। শুধু কি তাই? প্রধানমন্ত্রী আবার বাইরের দেশের কাছে সাহায্য চাইবেন না। তার সরকারের ত্রানমন্ত্রী বি.বি.সি কে বলেছেন, “অঢেল মজুদ থাকার পরও বাইরের দেশের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রেস্টিজ নষ্ট করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।” যদি তাই হবে, তাহলে প্রতিদিন সবগুলো দৈনিকে ত্রানের অভাব সম্পর্কিত যে সব তথ্য আসছে সবই কি মিথ্যা? গতকালও ডেইলী-স্টার লিখেছে - “Thousands of people are living their days out with a little or no food and drinking

water as the government is yet to provide adequate relief.” এও কি মিথ্যা? বন্যা শুরু হওয়ার ৮/৯ দিন পার হবার পর প্রধানমন্ত্রী প্রথম বন্যা ও ত্রান বিষয়ে আন্ত-মন্ত্রণালয় বৈঠক করেছেন। আর আমাদের মন্ত্রী-এমপিরা তো আবার অতীব শিক্ষীত... যেন বাংলার চেয়ে ইংরেজীটাই তারা একটু ভাল পারেন। সে জন্যই অর্থমন্ত্রী সাহেব কখনো মঙ্গার নামই শুনেন নাই। অর্থমন্ত্রী বন্যার নাম শুনেছেন তো?

এটা মুক্তমনায় আমার প্রথম লেখা। খুব ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে লেখার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যে দেশের মানুষ বন্যার জলে ভেসে যাচ্ছে, না খেতে পেয়ে চোখের জল ফেলছে, যে দেশের মহান রাজনীতিবিদগণ অবিরত মিথ্যা কথা বলছে, যে দেশের চেয়ারম্যান টাকার লোভে নিজের গ্রাম ডুবিয়ে দিচ্ছে ... .. কি হবে সে দেশের ইতিহাস দিয়ে?

এই হৃদয়হীন মানুষগুলো যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ দেশের কোন ইতিহাস না লেখাটাই ভাল। কারন এতে কলঙ্কের বোঝা বাড়বে বই কমবে না।

